গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা উপ-কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ কামাল হোসেন সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সভার তারিখ	:	২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ
সময়	:	বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং ১০০৫), পরিবহন পুল ভবন

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশল দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে একটি জীবনচক্র কাঠামো অনুযায়ী পুনর্বিন্যাসের জন্য ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। কৌশলপত্রের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান কর্ম-পরিকল্পনা উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২। তিনি আরও উল্লেখ করেন, উপ-কমিটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল মেয়াদি প্রথম পর্বের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আগামী পাঁচ বছরের জন্য পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এ কমিটির একটি আসন্ন দায়িত্ব। এটি খুবই জটিল এবং কষ্টসাধ্য কাজ। তবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যথাসময়ে একটি ফলপ্রসূ এবং কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

৩। অতঃপর সভাপতি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটির সদস্য-সচিব জনাব মো: সামসুল আরেফিন (অতিরিক্ত সচিব)-কে অনুরোধ করেন। জনাব সামসুল আরেফিন বলেন, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন-এর জন্য ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির অধীনে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপ-কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ছাড়াও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা। প্রথম পর্বের কর্মপরিকল্পনা এ বছর জুন মাসে শেষ হবে। অতি শীঘ্র পরবর্তী পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসানকে অনুরোধ করেন।

৪। জনাব খালেদ হাসান পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের মাধ্যমে তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, কর্মপরিকল্পনা উপ-কমিটি আগামী ৩০ মে ২০২১খ্রিঃ এর মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এর দ্বিতীয় পর্বের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ সমাপ্ত করবে। তিনি সভায় কর্ম-পরিকল্পনা উপ-কমিটির গঠন এবং কর্মপরিধি বর্ণনা করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি হিসাবে মন্ত্রণালয়সমূহের অংশগ্রহণে এক দফা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় কর্মপরিকল্পনার একটি সম্ভাব্য রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। অতঃপর

তিনি বলেন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর রূপকল্প এবং অভিলক্ষ অনুসরণ করা প্রয়োজন। এর রূপকল্প হচ্ছে - সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাওয়ার উপযোগী সকলের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে করে দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসপূর্বক বৃহৎ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়।

৫। তিনি বলেন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর অভিলক্ষের মূল বিষয় হচ্ছে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং সর্বোপরি জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে যেসব ঘাটতি রয়েছে তা পূরণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ। এ জন্য বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন নেই। বরং নির্ধারিত কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনই কর্ম-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হবে।

৬। জনাব খালেদ হাসান উল্লেখ করেন যে, বিগত কর্ম-পরিকল্পনায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জীবনচক্রভিত্তিক কতিপয় বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ সমন্বয়, দরিদ্র এবং দারিদ্র্য-নিকটবর্তী মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি এ ক্ষেত্রে সুশাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন। তিনি মতামত ব্যক্ত করেন যে, দ্বিতীয় পর্বের কর্ম-পরিকল্পনায় উপরোক্ত বিষয়ের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যেমন নগর কেন্দ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা, প্রচার কৌশল, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি, কোভিডি-১৯ মোকাবেলা সংক্রান্ত কর্মসূচি ইত্যাদি।

৭। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আগামী ৩০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সমাপ্ত করতে হবে মর্মে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সিদ্ধান্ত রয়েছে। সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তিনি একটি সময়সূচি প্রস্তাব করেন। আগামী মার্চ মাসের ০২ তারিখে সামাজিক নিরাপত্তার সকল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে এ বিষয়ে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপর মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে সকল মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় দফায় কর্মশালা আয়োজন করা হবে। কর্মশালাটি হবে খুবই নিবিড় এবং অংশগ্রহণমূলক। প্রতিদিন একটি বা দু'টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। উক্ত কর্মশালায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার প্রথমিক খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করা হবে।

৮। অতঃপর খসড়া কর্ম-পরিকল্পনাটি মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করে দাপ্তরিকভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ সংকলনপূর্বক মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে কর্মপরিকল্পনা উপ-কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে। উপ-কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভার জন্য প্রস্তুত করা হবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনাটি সংশোধনপূর্বক এ বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মুদ্রণ কার্য সমাপ্ত করে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে।

৯। সভায় প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন-এর প্রক্রিয়া এবং সংক্ষিপ্ত সময়রেখা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় মতামত পেশ করা হয় যে, উপস্থাপিত সময়রেখা অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে তবে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত যে কর্মশালা আয়োজন করা হবে উক্ত কর্মশালায় প্রতিনিধিগণ তাদের কর্ম-পরিকল্পনার একটি প্রাথমিক খসড়াসহ উপস্থিত হবে মর্মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে পত্র জারি করা প্রয়োজন হবে।

১০। জনাব খালেদ হাসান মতামত ব্যক্ত করেন যে, উপকমিটির পরবর্তী সভা ঢাকার বাইরে দুই বা তিন দিবসে অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রথম কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ঢাকার বাইরে গিয়ে তিন দিনব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সভাপতি বলেন কোভিড-১৯ বিবেচনায় ঢাকার বাইরে-এ ধরনের সভা বা কর্মশালা আয়োজন যথার্থ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একাধিক বৈঠক আয়োজন করাই যথেষ্ট হবে। সভায় আরোও উল্লেখ করা হয় যে, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসএসপিএস প্রকল্প -কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী এসএসপিএস প্রকল্প প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে প্রজেক্ট ব্যবস্থাপক জানান।

সিদ্ধান্ত:

১১। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

১) দ্বিতীয় পর্বের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের রূপকল্প এবং অভিলক্ষ এবং এর সুপারিশসমূহকে প্রধান ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে। তবে ইতোমধ্যে সরকার ভিন্নরূপ কোন সিদ্ধান্ত বা নীতিমালা গ্রহণ করে থাকলে তা সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোনাপূর্বক কর্ম-পরিকল্পনায় প্রতিফলিত করা যেতে পারে;

২) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কৌশলপত্র, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অগ্রাধিকার নীতিমালা ইত্যাদির সঙ্গে যথাসম্ভব সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩) দ্বিতীয় পর্বের কর্মপরিকল্পনায় নগর কেন্দ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা, প্রচারণা কৌশল, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলা সংক্রান্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও, এতে বিদ্যমান বৃহৎ কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংযোজন করা হবে;

৪) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'র নির্ধারিত আগামী ৩০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ সমাপ্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে সমন্বয় সভা, কর্মশালা এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৫) কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ তাঁদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়াসহ উপস্থিত হবেন এবং এ মর্মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যথাশীঘ্র একটি পত্র জারি করবে;

৬) মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে দাপ্তরিকভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ সংকলনপূর্বক মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে কর্ম-পরিকল্পনা উপ-কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে;

৭) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম সমাপনান্তে উপ-কমিটির এক বা একাধিক সভা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আয়োজন করা হবে;

৮) সংকলিত কর্ম-পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'র অনুমোদন সাপেক্ষে ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে মুদ্রণপূর্বক তা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯) কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসএসপিএস প্রকল্প অনুরোধ করা হল।

১২। পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

২৫/০৪/২০২১

মোঃ কামাল হোসেন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
এবং
আহবায়ক
জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর
কর্মপরিকল্পনা উপকমিটি